দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিরান ভূমি

॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা ॥

হল বন্ধের ঐতিহ্য পালন করতে গিয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেশের একমাত্র সরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। শীতকালীন ও ঈদুল আযহার দীর্ঘ ১৯ দিনের ছুটিতে ক্যাম্পাস এখন শূন্য উদ্যান। শুধু দাঁড়িয়ে আছে কিছু অবকাঠামো। কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে ২৪ কিঃমিঃ ও ঝিনাইদহ শহর থেকে ২২ কিঃ মিঃ দূরে উভয় জেলার সীমানা এলাকা শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। স্বল্প সুবিধাসম্পন্ন এ শিক্ষাঙ্গনে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার হলেও আবাসিক সুবিধা পায় মাত্র ২ হাজার। ১ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাত্র ১৫ শতাংশ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন। শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন দু' ঈদ ও রোজা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ছুটি দেয়া হয়। আর ঐতিহ্য অনুযায়ী এসব ছুটিতে বন্ধ করে দেয়া হয় আবাসিক হলগুলো। যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল।

কর্তৃপক্ষের নোটিস অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয় হল ছাড়তে। সেইসাথে শিক্ষার্থীদের পোহাতে হয় কম্পিউটারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র স্থানান্তরে এবং পরীক্ষার্থী ও দূরের শিক্ষার্থীদের মেস খোঁজার ঝামেলা ও দুর্ভোগ। যে কয়জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন। তারাও দীর্ঘ ছুটিতে চলে যান আত্মীয় বা গ্রামের বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরম্য ভিসি বাংলো থাকতেও ভাইস চ্যান্সেলর থাকেন রাজশাহীর বাসায়। ক্যাম্পাস এলাকায় বড়বাজার বা আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তরা ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করেন। ফলে ছুটির সময় ক্যাম্পাস হয়ে যায় একেবারে ফাঁকা। মানুষ তো দূরের কথা, কাকপক্ষীও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে ভবনগুলো। এদিকে হল বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা। বারবার হল বন্ধে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয় দূরের শিক্ষার্থীদের। ইতিপূর্বে হল বন্ধের প্রতিবাদে দু'বার বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা।

এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম জানান, ভার্সিটি শহরকেন্দ্রিক না হওয়ায় প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তরা ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন না। তিনি বলেন, হল বন্ধের ঐতিহ্য পূর্ব থেকেই চলে আসছে।